সাপ্তাহিক পুস্তিকা: ৩৮৫
WEEKLY BOOKLET:385

আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه এর বাণীসমূহের লিখিত পুষ্পধারা;

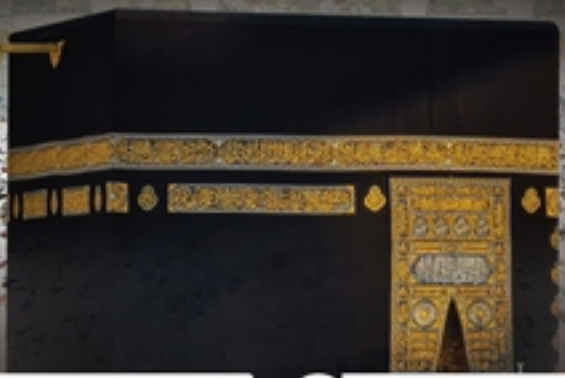

আল্লাহ পাকের ব্যাপারে ২৮টি প্রশ্নোত্তর

"আল্লাহ বাবা এসে যাবে" বলা কেমন? ০৪
"আল্লাহ পাক উপরে" বলা কেমন? ০৭
"আল্লাহ পাকের হাযির ও নাযির" বলা কেমন? ১০
"আল্লাহ পাকাকে দানশীল" বলা কেমন? ১২

শায়খে তরীকত, আমীরে আহ্‌লে সুন্নাত,
দা'ওয়াতে ইসলামীর প্রতিষ্ঠাতা হযরত আল্লামা মাওলানা আবু বিলাল
মুহাম্মদ ইলইয়াস আত্তার কাদেরী রযবী دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى خَاتَمِ النَّبِيّٖنَ ط

اَمَّا بَعْدُ فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ ط بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ط

আল্লাহ্ পাকের ব্যাপারে ২৮টি প্রশ্নোত্তর

দোয়ায়ে খলিফায়ে আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه: হে মুস্তফার প্রতিপালক! যে কেউ এই **"আল্লাহ্ পাকের ব্যাপারে ২৮টি প্রশ্নোত্তর"** পুস্তিকাটি পড়ে বা শুনে নিবে তাকে এবং তার পিতা-মাতাকেও বিনা হিসাবে ক্ষমা করো। اٰمِين بِجَاهِ النَّبِيِّ الْاَمين صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

দরুদ শরীফের ফযিলত

প্রিয় নবী صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: যে আমার উপর একবার দরুদে পাক পাঠ করে আল্লাহ্ পাক তার উপর দশটি রহমত অবতীর্ণ করেন এবং তার আমলনামায় দশটি নেকী লিপিবদ্ধ করেন।

(তিরমিযী, ২/২৭, হাদিস: ৪৮৪)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللّٰهُ عَلٰى مُحَمَّد

প্রশ্ন: বর্তমানে বোবা, বধিরদের প্রশিক্ষণের দেয়ার জন্য "আল্লাহ" পাকের ইশারা আসমানের দিকে আঙ্গুল উঠিয়ে শিখিয়ে থাকে, এটা কতটুকু ঠিক?

উত্তর: এই পদ্ধটি অকাট্যভাবে ভুল, কেননা এতে হয়তো ঐ বেচারাদের মানসিকতায় এই দৃষ্টিভঙ্গিই বসে যায় যাবে যে "আল্লাহ পাক উপরে থাকেন অথবা উপরে তাঁর স্থান, যাতে তিনি অবস্থান করেন, এই উভয়টি বিষয়ই কুফরী।" কেননা আল্লাহ পাক দিক থেকেও পবিত্র এবং স্থান

www.dawateislami.net

থেকেও পবিত্র। আসমানের দিকে ইশারা করার পরিবর্তে তাদেরকে হাতের সাহায্যে "আল্লাহ" শব্দটি শিখানো উচিত এবং এর পদ্ধতিও খুব সহজ। ডান হাতের আঙ্গুল সামান্য প্রশস্ত করে বৃদ্ধা আঙ্গুলের মাথা উপরের দিকে কিছুটা উঠিয়ে শাহাদাত আঙ্গুলের মধ্যবর্তীর পাশে লাগিয়ে দিন এখন ডান হাতের তালুর দিকে দেখিয়ে দিন তো "আল্লাহ" শব্দটির অনুভব হবে। এভাবে করে বাম হাতের তালুর বিপরীত দিকে দেখবেন তো আল্লাহ শব্দটি লিখা দেখতে পাবেন।

চলচ্চিত্র হলো কুফরী শিখার উৎস

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আল্লাহ পাকের জন্য স্থান ও দিক সাব্যস্তকারী বাক্য মানুষের মাঝে প্রচলন হয়ে যাচ্ছে, যেমন "উপর ওয়ালা" বলা তো ব্যাপকহারে প্রচলিত হয়ে গেছে। যা অধিকাংশ লোক সিনেমা নাটক থেকে শিখেছে। যেহেতু প্রত্যেক মুসলমান কুফরী সম্পর্কে জানে না, এই কারণে জানি না কতো মুসলমান প্রতিদিন এই ভুলটি করছে। যেসব মানুষের মুখ দিয়ে জীবনে একবারও এই বাক্যটি বের হয়েছে তাদের উচিত তাওবা করা এবং নতুনভাবে কলেমা পাঠ করা আর যদি বিবাহিত হয় তবে নতুনভাবে বিবাহও নবায়ন করা। আহ! যদি মুসলমানরা মন্দ মৃত্যুর ভয় নিজের মধ্যে সৃষ্টি করতো, সিনেমা নাটক ও গান বাজনা থেকে বেঁচে থাকতো এবং দ্বীনের মৌলিক বিষয়গুলোর জ্ঞান অর্জন করতো। আহ! মৃত্যু সর্বদা শিয়রে দাঁড়িয়ে রয়েছে! মৃত্যু রোগব্যাধি, বিস্ফোরণ, দাঙ্গা, বন্যা, তুফান, বৃষ্টি, ভূমিকম্প, অগ্নি সংযোগ, দ্রুতগামী গাড়িগুলোর দূর্ঘটনার মাধ্যমে অনেক শক্তিশালী যুবকদেরকেও খুব দ্রুতগতিতে নিয়ে যায় আর সমস্ত রঙ তামাশা মাটির সাথে মিশে যায়।

www.dawateislami.net

জল গেয়ে পরওয়ানে শাময়ে পানি পানি হো গেয়ে
মেরা তেরা যিকির হো কর আনজুমান মে রেহ্ গেয়া

(মলফুযাতে আমীরে আহলে সুন্নাত, ১/৯৮-৯৯)

প্রশ্ন: যদি বাচ্চারা জিজ্ঞাসা করে আল্লাহ কোথায়? তখন তাদেরকে উত্তর দেয়ার ক্ষেত্রে কেমন সাবধানতা অবলম্বন করা জরুরী?

উত্তর: আসলেই এটি খুব স্পর্শকাতর প্রশ্ন। সাধারণ মানুষ এরূপ প্রশ্নে উপরের দিকে হাত উঠিয়ে থাকে, আল্লাহ পাক উপরে অথচ এটা খুব কঠিন বিষয় এই কারণে যে, আল্লাহ পাক কোনো স্থানে অবস্থান করা থেকে পবিত্র। মসজিদকে আল্লাহ পাকের ঘর বলা হয়ে থাকে, খানায়ে কা'বাকেও বায়তুল্লাহ তথা আল্লাহ পাকের ঘর বলা হয় কিন্তু এর মানে এটা নয় যে, সেখানে আল্লাহ পাক থাকেন। সুতরাং যদিওবা বাচ্চারা জিজ্ঞাসা করে যে, আল্লাহ পাক কোথায়? তখন উত্তর দিবেন: আল্লাহ পাক আছেন তবে তাঁকে আমরা দেখতে পাই না, এভাবে অন্য কোন উত্তর দিন। অনেক সময় বাচ্চারা এমন প্রশ্ন করে যে, তাদেরকে সামলানো কঠিন হয়ে যায়। ছোটবেলায়ও শুনতাম যে, গালি দিও না! মিথ্যা বলিও না! নতুবা আল্লাহ স্বর্ণের লাঠি দিয়ে মারবে সুতরাং এরকম অনেক ভুল কথাবার্তার প্রচলন রয়েছে। বাচ্চাদের শান্ত করা খুবই দুষ্কর, তাদের মধ্যে এই জ্ঞানটুকু থাকে না যে, এসব কথা অনুধাবন করবে। সাধারণত লোকেরা এমন প্রশ্ন করাতে বাচ্চাদেরকে ধমক দিয়ে থাকে যে, চুপ করো! তুমি এসব কথা বুঝবে না, এভাবে বাচ্চাদেরকে ধমক দেয়া উচিত নয়। **(মলফুযাতে আমীরে আহলে সুন্নাত, ২/১১৮)**

প্রশ্ন: বাচ্চাদেরকে আল্লাহ পাকের ব্যাপারে কী বলা উচিত?

উত্তর: আল্লাহ "পবিত্র", আল্লাহ পাক "এক", আমাদেরকে আল্লাহ পাকই সবকিছু দান করেন, আমরা তাঁকে দেখতে পাই না, এটা না বললে বাচ্চারা

www.dawateislami.net

বলবে: "আল্লাহ পাক কেমন? কতো বড়?" ইত্যাদি। তাছাড়া বাচ্চাদেরকে তাদের মানসিকতা অনুযায়ী বুঝাবেন যে "আল্লাহ পাক দেখছেন, আমরা তাঁকে দেখতে পাই না।" হযরত সাহল বিন আব্দুল্লাহ তুস্তারী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ কে তিন বছর বয়সে তার মামা শিক্ষা দিয়েছিলেন যে "যখন তুমি বিছানায় শুতে যাবে তখন তিনবার মুখে উচ্চারণ করা ব্যতীত মনে মনেই এই বাক্যগুলো বলিও: اَللّٰهُ مَعِیَ.اَللّٰهُ نَاظِرٌ اِلَیَّ.اَللّٰهُ شَاهِدِیْ অর্থাৎ আল্লাহ পাক আমার সাথে আছেন, আল্লাহ পাক আমাকে দেখছেন, আল্লাহ পাক আমার সাক্ষী। অতঃপর বললেন: "এভাবে সাতবার পড়বে।" কিছুদিন পর বললেন: "এখন প্রতিরাতে এগারবার" এটা পড়তে থাকো। **(ইহয়াউল উলুম, ৩/৯১)** আর পরবর্তীতে হযরত সাহল বিন আব্দুল্লাহ তুস্তারী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বড় হতে লাগলেন তখন অনেক বড় আল্লাহর ওলী হয়ে বড় হয়ে উঠলেন। তিনি رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ আউলিয়ায়ে সিদ্দিকিনের অন্তর্ভূক্ত ছিলেন। **(মলফুযাতে আমীরে আহলে সুন্নাত, ৭/১৮৫)**

প্রশ্ন: অনেক বাচ্চার মায়েরা তাদের বাচ্চাদেরকে এভাবে ভয় দেখায় যে "আল্লাহ বাবা এসে যাবে" এরূপ বলা কেমন?

উত্তর: লোকেরা "আল্লাহ বাবা" সাধারণত ফকিরকে বলে থাকে, এরূপ যারা বলে তারা আল্লাহ পাকের সত্তাকে উদ্দেশ্য করে বলে না, সুতরাং এভাবে বাচ্চাদেরকে ভয় দেখানো ঠিক নয়, কেননা বাচ্চারা ভীতু হয়ে যাবে। **(মলফুযাতে আমীরে আহলে সুন্নাত, ৮/৮৪)**

প্রশ্ন: যেহেতু আল্লাহ পাক দেখছেন, তো ফেরেশতাদের কেনো নিয়োজিত করলেন?

উত্তর: এই বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই যে, আল্লাহ পাক দেখছেন। এটা কুরআনে করীম দ্বারা সাব্যস্ত আর এটি আমাদের ঈমানের অংশ। যদি কেউ

www.dawateislami.net

মানসিকতা বানিয়ে নেয় যে, আল্লাহ পাক দেখছেন না, তবে সে মুসলমান থাকবে না। ফেরেশতাদেরকে নিয়োজিত করা এটা আল্লাহ পাকের ইচ্ছা যে, নিয়ম এভাবেই চলছে, আল্লাহ পাক ফেরেশতাদের প্রতি কখনো মুখাপেক্ষি নন। ফেরেশতাদের লিখা এটাও একটি রহস্য (অর্থাৎ পরীক্ষা) যে, কিছু লোকের এর মাধ্যমে ঈমান শক্তিশালী হবে আর কিছু লোকের ঈমান নষ্টও হয়ে যাবে, তো প্রতিটি বিষয়ে রহস্য অর্থাৎ পরীক্ষা রয়েছে।

আল্লাহ্ পাক সর্বদা জানেন

যদি ফেরেশতারা আমলও না লিখে তবুও আল্লাহ পাক সেই ব্যাপারে অবগত রয়েছেন। ফেরেশতারা তো তখনই লিখবে যখন তারা জানতে পারবে যে, সেই আমলটি সম্পাদন করা হবে আর আল্লাহ পাক তো সর্বদাই অবগত রয়েছেন যে, কে কী করছে? কোটি কোটি বান্দার এবং সকল বিষয়ের প্রতিটি বিন্দু বরং পলকের কোটি ভাগের একভাগেরও বরং আমার কাছে বলার জন্য কোন ভাষা নেই কিন্তু আমার প্রতিপালক তা সবকিছু জানেন। কিছুক্ষণ পর আমার কী হবে? আমার মাথায় কী আসবে? আমি কী বলবো? আমার পূর্বে, ফেরেশতাদের পূর্বে আল্লাহ পাক জানেন। **(মলফুযাতে আমীরে আহলে সুন্নাত, ১/৫০৯)**

প্রশ্ন: আল্লাহ পাকের সত্তার ব্যাপারে এভাবে কুমন্ত্রণা আগে পাওয়া যেতো না কিন্তু এখন এমন মানসিকতা হচ্ছে, তো এসবের সাধারণ কারণ কী হতে পারে?

উত্তর: আল্লাহ পাকের ব্যাপারে এরূপ কুমন্ত্রণার কারণ হলো ইলমে দ্বীনের কমতি, আশিকানে রাসূলের সাহচর্যে না থাকা। সোশ্যাল মিডিয়ার প্রতিফলও হতে পারে, কেননা এমন মানসিকতা সম্পন্ন লোকদের কথার

www.dawateislami.net

পূনরাবৃত্তি ও অস্বীকারকারীদের লিখনী পড়া, তাদের বক্তব্য ও ক্লিপ শোনা ও দেখার কারণেও মানসিকতা নষ্ট হতে পারে। সোশ্যাল মিডিয়া ব্যবহারকারীরা শুধুমাত্র দাওয়াতে ইসলামীর সোশ্যাল মিডিয়ায় জয়েন হোন আর তাদের Video Clipes ও লিখনী দ্বারা উপকারীতা অর্জন করুন। আল্লাহ পাকের অনুগ্রহে এরূপ কুমন্ত্রণা মাথায় আসবে না।[১]

(মলফুযাতে আমীরে আহলে সুন্নাত, ১/৫১০)

প্রশ্ন: কোনো শহরকে "খোদার শহর" বলা কেমন?

উত্তর: কোন অসুবিধা নেই, কেননা প্রতিটি কিছুই আল্লাহ পাকের। যেমনটি কুরআনে করীমে রয়েছে: لِلّٰهِ مَا فِی السَّمٰوٰتِ وَمَا فِی الْاَرْضِ **(পারা: ৩, সূরা বাকারা, আয়াত: ২৮৪)** কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ: "আল্লাহরই, যা কিছু আসমানসমূহে রয়েছে আর যা কিছু যমিনে রয়েছে।" সুতরাং মসজিদকেও তো "বায়তুল্লাহ" বলা হয়, অনুরূপভাবে শহরও সত্যিকার্থে আল্লাহ পাকের, বরং সমস্ত শহর আল্লাহ পাকের, যদি "খোদার শহর" নামকরণ করা হয় তবে এতে কোন সমস্যা নেই। **(মলফুযাতে আমীরে আহলে সুন্নাত, ৮/২৬)**

প্রশ্ন: "আল্লাহ পাক বে পরোয়া বাদশাহ" এমনটি বলা কেমন?

উত্তর: শরয়ীভাবে এতে কোন অসুবিধা নেই। কেননা "বে পরোয়া" শব্দটি যখন আল্লাহ পাকের ক্ষেত্রে বলা হবে তখন এর অর্থ হবে: তাঁর কারো প্রয়োজন নেই, না তিনি কাউকে ভয় করেন, আর না কাউকে তাঁর প্রয়োজন, তিনি বে পরোয়া তথা অমুখাপেক্ষী বাদশাহ।

(মলফুযাতে আমীরে আহলে সুন্নাত, ৮/৪৪)

---

১. সোশ্যাল মিডিয়া এডরেস:

www.dawateislami.net

প্রশ্ন: “আল্লাহ পাক উপরে” এটা কি বলা যাবে?

উত্তর: আল্লাহ পাক স্থান থেকে পবিত্র, সুতরাং এটা বলা যাবে না যে, আল্লাহ পাক উপরে বা নিচে অথবা ডানে বা বামে। **(বাহারে শরীয়ত, ১/১৯, অংশ: ১)** কিছুলোক বলে যে, আল্লাহ পাক আসমানে থাকেন আর কেউ বলে যে, আরশে থাকেন। অথচ আল্লাহ পাকের জন্য কোন স্থান অর্থাৎ অবস্থান করা, স্থির হওয়া ও থাকার জায়গা রয়েছে এমন কোন বিষয় নেই। আল্লাহ পাকের কোন শরীর নেই আর তিনি দেহ ও শরীর থেকে পবিত্র। **(দুররে মুখতার, ২/৩৫৮)** এটা বলা যে, আল্লাহ পাক উপরে আছেন এটাকে ওলামায়ে কিরাম কুফর বলেছেন। **(বাহরুর রায়িক্ব, ৫/২০৩)** আল্লাহ পাকের সত্তার ব্যাপারে এরূপ মাসআলা জানার জন্য দাওয়াতে ইসলামীর মাকতাবাতুল মদীনার কিতাব “কুফরীয়া কালিমাত কে বা’রে মে সাওয়াল জাওয়াব” অধ্যয়ন করুন। اِنْ شَآءَاللّٰه আপনার ঈমান সতেজ হয়ে যাবে এবং অসংখ্য নয় বরং হাজার হাজার এমন কুফরী বিষয়াদি সম্পর্কে জানতে পারবেন, যা বর্তমানে আমাদের সমাজে প্রচলন রয়েছে। **(মলফুযাতে আমীরে আহলে সুন্নাত, ২/১১৯)**

প্রশ্ন: যদি অন্য মনস্ক হওয়ার কারণে আল্লাহ পাকের ব্যাপারে নেতিবাচক শব্দাবলি মুখ দিয়ে বের হয়ে যায়, তবে কি ঈমান নষ্ট হয়ে যাবে?

উত্তর: অন্য মনস্ক হওয়ার কয়েকটি অর্থ হতে পারে, এখানে অর্থটি স্পষ্ট নয়। যদি বলতে চাইছিলো একটা আর মুখ ফস্কে অনিচ্ছাকৃতভাবে কুফরী বাক্য বের হয়ে গেলো, কিন্তু সে এখন এর উপর অটল আছে (অর্থাৎ নিজের মুখ দিয়ে নির্গত বাক্যের উপর অটল রয়েছে) যে, আমি সঠিক বলেছি, তবে এখন তার উপর কুফরীর হুকুম লাগবে, কেননা তাতে সে অটল রয়েছে। এর উদাহরণ দিতে গিয়েও نَعُوْذُ بِاللّٰه ভয় লাগছে। অতএব

www.dawateislami.net

যদি মুসলমানের মুখ দিয়ে অনিচ্ছাকৃত আল্লাহ পাকের বিরুদ্ধে কোন বেয়াদবিমূলক শব্দ বের হয়ে যায় তবে সে দ্রুত اَسْتَغْفِرُ الله, তাওবা তাওবা, না না ইত্যাদি বলবে, সুতরাং কথা ফিরিয়ে নেয়া অবস্থায় তার উপর কোন হুকুম আরোপিত হবে না।

(রদ্দুল মুহতার, ৬/৩৫৩। বাহারে শরীয়ত, ২/৪৫৬, অংশ: ৯) (মলফুযাতে আমীরে আহলে সুন্নাত, ৭/১৬৯)

প্রশ্ন: আল্লাহ পাককে অন্যায়কারী বলা কেমন?

উত্তর: আল্লাহ পাককে অত্যাচারী বলা কুফরী এবং এই কথা যে বলবে, সে কাফির হয়ে যাবে। **(ফতোওয়ায়ে আমজাদীয়া, ৪/৪৩২)** সিতম শব্দের অর্থ হলো অত্যাচার, আর আল্লাহ পাক অত্যাচার করেন না এবং তিনি অত্যাচার করা থেকে পবিত্র। "কুফরীয়া কালিমাত কে বা'রে মে সাওয়াল জাওয়াব" নামক কিতাব পাঠ করুন, এতে এর মতো অনেক কুফরীয়া বাক্যের উদাহরণ দেয়া হয়েছে যে, কোন কোন বাক্য এমন রয়েছে, যা বলার কারণে বান্দা ইসলাম থেকে বের হয়ে যায় আর তার বিবাহ ভেঙ্গে যায়। মনে রাখবেন! কুফরীয়া বাক্যের ব্যাপারে জ্ঞান অর্জন করা ফরয। **(রদ্দুল মুহতার, ১/১০৭)** আজকাল লোকদের কুফরী বাক্যের ব্যাপারে জানা না থাকার কারণে তারা কুফরী কথাবার্তা বলতে থাকে আর যারা বলে না তারা শুনে হ্যাঁ এর সাথে হ্যাঁ মিলিয়ে থাকে। যদি সম্বোধিত ব্যক্তি কুফরী বাক্য বলে আর এই অবস্থায় শ্রবণকারী বুঝে হ্যাঁ এর সাথে হ্যাঁ মিলায় তবে সেও কাফির হয়ে যাবে।

(কুফরীয়া কালিমাত কে মা'রে মে সাওয়াল জাওয়াব, ৭১ পৃ:) (মলফুযাতে আমীরে আহলে সুন্নাত, ২/২৯০)

প্রশ্ন: আল্লাহ পাকের ব্যাপারে একজন মুসলমানের যেই আকিদা থাকা প্রয়োজন, সেই ব্যাপারে জানা না থাকার কারণে কেউ এই বাক্যটি **(আমার ভাগ্যে আল্লাহ পাক কিছু লিখতে ভুলে গেছেন)** বললো, তবে তার হুকুম কী হবে?

www.dawateislami.net

উত্তর: لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ اِلَّا بِاللّٰه, আল্লাহ পাক ভুল থেকে পবিত্র, তিনি ভুল করেন না।[১] যেই বাক্যটি বলা হয়েছে তাতে একটি ইসলামের মৌলিক বিষয় অস্বীকার করা সাব্যস্ত হয়, যা কুফর। **(বাহারে শরীয়ত, ১/১৭৩, অংশ: ১)** যদি কেউ কোন দেশের আইনের পরিপন্থী কাজ করে আর যখন তাকে গ্রেফতার করা হয় তখন সে বলে: আমি এই বিষয়ে জানতাম না, তার এই কথা কি শুনা হবে নাকি তাকে শাস্তি দেয়া হবে? স্পষ্টতঃ যে তাকে শাস্তি প্রদান করা হবে, কেননা এটা রাষ্টীয় বিধান। (যেমনিভাবে প্রত্যেক দেশের আইন কানুন থাকে তেমনিভাবে ইসলামেরও কিছু কানুন রয়েছে এবং ইসলামী কানুন হলো ইসলামের মৌলিক বিষয়াবলির মধ্য হতে যেকোন একটিরও অস্বীকার করলে সে আর মুসলমান থাকে না।) এই বাক্যের মধ্যে তো ভুলকে আল্লাহ পাকের জন্য সুস্পষ্টভাবে সাব্যস্ত করে দেয়া হয়েছে, যা স্পষ্ট কুফরী, যেই ব্যক্তিই এমনটি বলবে সে ইসলাম থেকে বের হয়ে যাবে এবং তার বিবাহও ভঙ্গ হয়ে যাবে।

(খুলাসাতুল ফাতোওয়া, ৪/৩৮৪। বাহারে শরীয়ত, ২/৪৬১, অংশ: ৯) (মলফুযাতে আমীরে আহলে সুন্নাত, ৩/২৮৮)

প্রশ্ন: অনেক সময় গুনাহগার লোকও হজ্বের সৌভাগ্য অর্জন করে নেয়, যদি এমন কোন ব্যক্তির ব্যাপারে বলে যে "এ তো এক ওয়াক্ত নামাযও পড়তো না, অনেক বড় গুনাহগার লোক, এর হজ্ব করার তাওফিক মিলে গেলো, দেখো! আল্লাহ পাক কেমন কেমন লোকদের ডেকে নেয়, আমরা নামায পড়ি কিন্তু আল্লাহ আমাদেরকে ডাকেন না" এমনকি বলা কেমন?

উত্তর: যদি এই অর্থে বলে যে "আল্লাহ গুনাহগারদের উপরও দয়াবান তাদেরকেও তিনি ডেকে নেন, তবে অনেক সময় নেককারদেরও ডাকেন

---

১. যেমনটি কুরআনে পাকে আল্লাহ পাক ইরশাদ করেন: وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيًّا ۚ **(পারা ১৬, মরিয়ম, আয়াত ৬৪)** **কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ:** এবং হুযূরের রব ভুলে যান না।

www.dawateislami.net

না, এটা তাঁর ইচ্ছা আর মর্জি” তো এমনটি বলাতে কোন অসুবিধা নেই। যদি مَعَاذَ الله অভিযোগ করে যে “আল্লাহ পাক কেনো তাদেরকে ডাকেন? তাঁর উচিত যে, নেককারদের আহবান করা” তাহলে এমন ব্যক্তি কাফির হয়ে যাবে। **(কুফরীয়া কালিমাত কে বা’রে মে সাওয়াল জাওয়াব, ১৪১ পৃ:। ফতোওয়ায়ে রযবীয়া, ২৯/২৯৩, ২৯৬) (মলফুযাতে আমীরে আহলে সুন্নাত, ৩/৪১৭)**

প্রশ্ন: “আল্লাহ ওয়ারিস” বলা কেমন?

উত্তর: আল্লাহ ওয়ারিস বলা সঠিক, কেননা আল্লাহ পাকের একটি গুণবাচক নাম হলো “ওয়ারিস”।

(ইবনে মাজাহ, ৪/২৭৯, হাদিস: ৩৮৬১) (মলফুযাতে আমীরে আহলে সুন্নাত, ৪/৭৩)

প্রশ্ন: কারো সাথে যদি কিছু হয়ে যায় তখন সে বলে যে, “আল্লাহ পাক আমার সাথে অন্যায় করেছে” এমনটি বলা কেমন?

উত্তর: اَسْتَغْفِرُ الله এমনটি বলা কুফরী। আল্লাহ পাককে অন্যায়কারী যে বলবে সে মুসলমান থাকবে না। **(ফতোওয়ায়ে আমজাদীয়া, ৪/৪৩২)** যদি نَعُوْذُبِاللهِ কেউ এমন বলে থাকে তবে সে যেনো তা থেকে তাওবা করে, কলিমা পড়ে নতুনভাবে মুসলমান হয় এবং বিবাহিত হলে তবে নতুনভাবে বিবাহও করে। **(ফাতাওয়ায়ে আমজাদীয়া, ৪/৪৩২)** কারো মুরিদ হয়ে থাকলে তবে পূনরায় শর্ত সম্পন্ন সুযোগ্য পীরের নিকট চাইলে মুরিদ হয়ে যাবে। **(কুফরীয়া কালিমাত কে বা’রে মে সাওয়াল জাওয়াব, ৫২৪, ৫২৫)** আল্লাহ করীম আমাদের ঈমান হেফাযত করুক।

(মলফুযাতে আমীরে আহলে সুন্নাত, ৪/৩০৪)

প্রশ্ন: নিজেকে সত্যবাদী সাব্যস্ত করার জন্য অনেককে এটা বলতে শুনি: “আল্লাহ পাককে হাযির ও নাযির জেনে বলছি” এমন বলা কেমন?

উত্তর: ওলামায়ে কিরামগণ আল্লাহ পাকের জন্য হাযির ও নাযির শব্দটি ব্যবহার করতে নিষেধ করেছেন। **(বাহারে শরীয়ত, ২/৯৩২, অংশ: ১২)** হাযির ও

www.dawateislami.net

নাযিরের স্থলে আল্লাহ পাকের সামীঈ ও বাসীর শব্দ ব্যবহার করতে বলা হয়েছে। **(কুফরী কালিমাত কে বা'রে মে সাওয়াল জাওয়াব, ৫৭১ পৃ:)** অনুরূপভাবে অনেকে শপথ করে থাকে আর তাতেও আল্লাহ পাকের জন্য হাযির ও নাযির শব্দাবলি ব্যবহার করা করে থাকে যা শরয়ীভাবে নিষেধ ও ভুল। শপথ গ্রহনের সময় এই শব্দাবলি বলা উচিত: আমি আল্লাহ পাককে সামীঈ ও বাসীর জেনে বলছি। **(ফাতাওয়ায়ে রযবীয়া, ১৪/৬৪০, ৬৪১, ৬৮৯, ৬৮৮) (মলফুযাতে আমীরে আহলে সুন্নাত, ৫/৩৫১)**

প্রশ্ন: লোকেরা বলে যে, যখন আল্লাহ পাককে দুনিয়ায় দেখতে পায় না তখন কিয়ামতের দিন কিভাবে দেখবে?

উত্তর: জান্নাতকেও আমরা দুনিয়ায় দেখি না আর তাছাড়া আরও অনেক কিছু দেখি না কিন্তু আমরা ঈমান আনয়ন করি সুতরাং যখন আল্লাহ পাক চাইলে আমরা জান্নাতে অবশ্যই যাবো, আল্লাহ পাকের দানক্রমে তাঁর প্রিয় মাহবুব صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর সদকায় আমরা জান্নাতে যাবো, সেখানে সবচেয়ে বড় নেয়ামত হলো; আল্লাহ পাকের দীদার। **(বাহারে শরীয়ত, ১/১৬২, অংশ: ১)** তাও আল্লাহ পাকের অনুগ্রহে দান করা হবে আর যাকে আল্লাহ পাক চাইবেন আমরা সেইভাবেই দীদার করবো, এই ব্যাপারে বিবেকের ঘোড়া দৌড়ানোর কোন প্রয়োজনই নেই। **(মলফুযাতে আমীরে আহলে সুন্নাত, ২/১৮১)**

প্রশ্ন: নবী করীম صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ব্যতীত কি অন্য কেউ আল্লাহ পাকের দীদার করেছেন? যদি করে থাকেন তবে তাঁর নাম বলুন।

উত্তর: জাগ্রত অবস্থায় রাসূলে আকরাম صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ছাড়া অন্য কেউ আল্লাহ পাকের দীদার করেননি আর তিনি صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ব্যতীত দুনিয়ায় অন্য কারো জন্য জাগ্রত অবস্থায় আল্লাহ পাকের দীদার করা অসম্ভব। অবশ্য! স্বপ্নে আউলিয়ায়ে কিরামদের যিয়ারত হতে পারে আর হয়েছেও

www.dawateislami.net

যেমনটি হযরত ইমামে আযম আবু হানিফা رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর স্বপ্নে ১০০বার আল্লাহ পাকের দীদার হয়েছে। **(নিবরাস, ১৬৯ পৃ:)** اِنْ شَآءَالله আমাদের সকলকে আখিরাতে ও কিয়ামতের দিন তাঁর প্রিয় হাবীব صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর সুপারিশের সদকায় যখন জান্নাতে যাবো তখন সেখানেও আল্লাহ পাকের যিয়ারত লাভ করবো। **(মলফুযাতে আমীরে আহলে সুন্নাত, ৮/১৭৩)**

প্রশ্ন: "আল্লাহ পাকের দোয়ায় এই কাজটি হয়ে গেলো" বলা কেমন?

উত্তর: আল্লাহ পাকের দোয়ায় সব ঠিক ইত্যাদি, এজাতীয় বাক্য লোকেরা মূর্খতার কারণে বলে থাকে, এসব বাক্য না বলা উচিত। আমরা আল্লাহ পাকের দরবারে দোয়া করছি, আল্লাহ পাক কারো জন্য দোয়া করেন না, আল্লাহ পাকের সত্তা সবচেয়ে বড় আর সবাইকে তিনিই দান করেন। লোকেরা পরস্পরের মধ্যে একে অপরকেও বলে থাকে যে, আপনার দোয়ায় সব ঠিক আছে, আপনার দোয়ায় অমুক কাজটি হয়ে গেছে, এসব বাক্য তো বলা যাবে কিন্তু এটা বলা যে "আল্লাহ পাকের দোয়ায় এই কাজটি হয়ে গেলো" এটা ঠিক নয়। **(মলফুযাতে আমীরে আহলে সুন্নাত, ১০/২৩২)**

প্রশ্ন: আল্লাহ পাককে দোয়ার মধ্যে দানশীল বলা কেমন?

উত্তর: দোয়া ও দোয়া ছাড়া অন্য ক্ষেত্রেও আল্লাহ পাককে দানশীল বলা নিষেধ। আল্লাহ পাককে দানশীল বলার পরিবর্তে "জাওয়াদ" বলা উচিত। **(ফাতাওয়ায়ে রযবীয়া, ২৭/১৬৫)** হ্যাঁ আল্লাহ পাকের প্রিয় হাবীব صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم কে দানশীল বলা যেতে পারে। **(মলফুযাতে আমীরে আহলে সুন্নাত, ২/৩৮)**

প্রশ্ন: "অমুক কাজটি করে দিবো বাকিটা আল্লাহ মালিক" বলা কেমন?

উত্তর: এরকম বলাতে কোন অসুবিধা নেই। এর অর্থ এটা নয় যে, আমি যা করবো তার মালিক আল্লাহ পাক নয় বরং এর অর্থ হলো; অমুক কাজটি

www.dawateislami.net

করার প্রচেষ্টা আমার পক্ষ থেকে আর এর পূর্ণতা আল্লাহ পাকের পক্ষ থেকে হবে। যেমন আমরা বলি যে, নেকীর দাওয়াত দেয়া আমাদের কাজ আর হেদায়ত দিবেন আল্লাহ পাক। যেহেতু প্রত্যেক কিছুর মালিক হলেন আল্লাহ পাক, যদি কেউ তার কলমের ব্যাপারে বলে যে, এই কলমটি আমার, তবে এর অর্থ এটা নয় যে, আল্লাহ পাক এর মালিক রইলেন না বরং এর সত্যিকার মালিক হলেন আল্লাহ পাক আর আল্লাহ পাক তাকে দান করেছেন, অনুরূপভাবে এটাও একটি প্রবাদ বাক্য হিসেবে বলা হয় যে "অমুক কাজটি আমি করবো বাকিটা আল্লাহ মালিক" সুতরাং এই প্রবাদটি বলাতে কোন সমস্যা নেই বা কুফরী হবে না। **(মলফুযাতে আমীরে আহলে সুন্নাত, ১/২০৪)**

প্রশ্ন: "আল্লাহ পাক দুনিয়াতে হওয়া অন্যায়গুলোকে কেনো প্রতিরোধ করেন না?" বলা কেমন?

উত্তর: এই শব্দাবলি হলো অভিযোগের আর আল্লাহ পাকের প্রতি অভিযোগ করা কুফরী। এই দুনিয়া হলো দারুল আমল তথা আমলের স্থান আর এতে বান্দাদের পরীক্ষা রয়েছে সুতরাং যদি কেউ অন্যায়ও করে তবে সে নিজের জন্য জাহান্নাম প্রস্তুত করছে আর যার উপর অবিচার করা হচ্ছে, যদি সে ধৈর্যধারণ করে, তবে তার জন্য জান্নাতের ভান্ডার রয়েছে। দুনিয়ার প্রকৃতির মধ্যে আল্লাহ পাকের অসংখ্য হিকমত নিহিত রয়েছে, এজন্য আল্লাহ পাক যাই করেন তা সঠিক করেন এবং এর উপর মতবিরোধ করার কোন সুযোগ নেই বরং অভিযোগ করার কল্পনাও করা যাবে না।

(মলফুযাতে আমীরে আহলে সুন্নাত, ২/৫০৪)

প্রশ্ন: কেউ বললো যে "ভাই এতো নেকীও করো না যে, খোদার প্রতিদান কমে যাবে" এমনটি বলা কেমন?

www.dawateislami.net

উত্তর: لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ اِلَّا بِاللّٰہِ এটা স্পষ্ট কুফরী। কেউ যদি এটা দুষ্টামি করেও বলে কিন্তু দুষ্টামিতে বলা কুফরীও কুফরীই হয়ে থাকে। তাওবা اَسْتَغْفِرُ اللّٰہ এমন চিন্তাভাবনাও করা উচিত নয় আর মুসলমান এমন চিন্তাভাবনা করতেও পারে না। নিশ্চয় এটা মন্দ সাহচর্য ও সিনেমার ডাইলগ শোনার প্রতিফল, সেগুলোতেই এসব কথাবার্তা থাকে। আল্লাহ পাক দয়া করো আর আমাদের ঈমান হেফাযত করো। **(মলফুযাতে আমীরে আহলে সুন্নাত, ৩/২৯০)**

প্রশ্ন: আল্লাহ পাক সবকিছু শোনেন ও জানেন, অনেক লোক তারপরও এই কথা বলে: "আপনি দোয়া করুন যেনো আল্লাহ পাক শুনেন ও আমার দোয়া কবুল করে নেন" এমনটি বলা কেমন?

উত্তর: আল্লাহ পাকের একটি গুণবাচক নাম হলো "সামীঈ"। এর অর্থ হলো শ্রোতা। মনে রাখবেন! আল্লাহ পাকের শ্রবণ করাটা আমাদের মতো নয়, আমরা শোনার জন্য শারীরিক কানের প্রতি মুখাপেক্ষি কিন্তু আল্লাহ পাক কান থেকে পবিত্র, তিনি আমাদের ন্যায় শারীরিক দেহ সম্পন্ন নন, যদি কেউ আল্লাহ পাককে শারীরিক দেহ সম্পন্ন বলে মনে করে, তবে সে কাফির হয়ে যাবে। **(দুররে মুখতার, ২/৩৫৮)** আল্লাহ পাক তাঁর শান অনুযায়ী শুনে থাকেন আর ছোট থেকে ছোট আওয়াজও শুনেন, কোন আওয়াজ তার থেকে গোপন নয়, সুতরাং এভাবে দোয়া করা যেতে পারে: হে আল্লাহ পাক আমার দোয়া কবুল করো। **(মলফুযাতে আমীরে আহলে সুন্নাত, ৬/২২২)**

প্রশ্ন: আল্লাহ পাককে God বলা কেমন?

উত্তর: আল্লাহ পাকের জন্য God এবং এজাতীয় শব্দাবলি ব্যবহার করা থেকে বেঁচে থাকা উচিত। আল্লাহ পাকের যেসব প্রসিদ্ধ নাম মুবারক রয়েছে এবং যেসব নামের মাধ্যমে আশিকানে রাসূল ওলামায়ে কিরাম আল্লাহ

www.dawateislami.net

পাককে স্মরণ করে থাকেন। আমাদের শুধুমাত্র সেই নামই ব্যবহার করতে হবে আর God ইত্যাদি শব্দাবলি ব্যবহার করা থেকে বেঁচে থাকতে হবে। আল্লাহ পাকের জন্য আল্লাহ, খোদা ও পরওয়ারদিগার ইত্যাদি শব্দাবলি ব্যবহার করা যেতে পারে যদিওবা পরওয়ারদিগার ও খোদা আরবি নাম নয় কিন্তু ওলামায়ে কিরাম এসব ব্যবহার করে থাকেন।

(মলফুযাতে আমীরে আহলে সুন্নাত, ১/৩৭১)

প্রশ্ন: আল্লাহ পাকের নিকট কি সবকিছু চাওয়া যাবে?

উত্তর: জি হ্যাঁ! সকল জায়িয বিষয় আল্লাহ পাকের নিকট চাওয়া যাবে। অবশ্য গুনাহের দোয়া করা যাবে না। **(ফাযায়িলে দোয়া, ১৭৬ পৃ:)** যেমন; نَعُوْذُبِاللّٰه এই দোয়া করা যাবে না যে, আমাকে মদ দাও। **(মলফুযাতে আমীরে আহলে সুন্নাত, ৬/৩১৭ পৃ:)**

প্রশ্ন: পরিবারের কোন যুবক মারা গেলে অধৈর্য হয়ে মুখ দিয়ে এমন শব্দাবলি বের হয়ে যায়, যা বের হওয়া অনুচিত, এই ব্যাপারে কিছু বলুন।[১]

উত্তর: পরিবারের কোন যুবক বা যে কারো ইন্তিকাল হয়ে গেলে তবে ধৈর্যধারণ করা উচিত। এক্ষেত্রে অনেক সময় মুখ দিয়ে এমন শব্দাবলি বের হয়ে যায়, যা বের করা ঠিক নয়। অনেক সময় তো সেই বাক্যগুলো কুফরীও হয়ে থাকে, যেমন; কিছুলোক এভাবে বলে যে, এটা কি মারা যাওয়ার কোন বয়স ছিলো? কেউ বলে যে, হে আল্লাহ! তোমার কি তার যৌবনের প্রতিও আফসোস হয়নি? نَعُوْذُبِاللّٰه যদি কেউ এরূপ বলে, তবে বক্তা কাফির হয়ে গেলো, ইসলাম থেকে বের হয়ে গেলো, কেননা সে

১. এটি এবং এর পূর্বের প্রশ্নটি মলফুযাতে আমীরে আহলে সুন্নাত বিভাগ থেকে করা হয়েছে আর উত্তর আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه ই প্রদান করেছেন।

www.dawateislami.net

আল্লাহ পাককে নির্দয় বলেছে। নিশ্চয় আল্লাহ পাক নির্দয় নন। আল্লাহ পাক যা করেন তা সঠিক করেন, ঠিক করেন। কারো সময় পূরণ হয়ে গেলে তবেই তার ইন্তিকাল হয়ে যায়। **(মলফূযাতে আমীরে আহলে সুন্নাত, ১/৩৬১)**

প্রশ্ন: যদি কেউ সমবেদনা জ্ঞাপন করার সময় কুফরী বাক্য বলে দেয়, তবে তাকে সমর্থন করা কেমন?

উত্তর: কুফরী বাক্যের সমর্থন করাও কুফরী। যদি পেরেশানির সময় বান্দা স্বয়ং নিজে কুফরী বাক্য না বলে, বরং অনেক সময় সমবেদনা জ্ঞাপনকারীই বলিয়ে দেয়, উদাহরণ স্বরূপ; কেউ সমবেদনা জ্ঞাপন করার সময় বললো: জানি না আল্লাহ পাকের তাকে কেন প্রয়োজন পড়লো যে, তাকে যৌবনকালেই উঠিয়ে নিতে হলো? এখন শ্রবণকারীও এমন কথা বললো: হ্যাঁ অবশ্যই কোন প্রয়োজন পড়েছে হয়তো অথবা শুধুমাত্র হ্যাঁ! হ্যাঁ! বলে সমর্থন দিলো তবে এমন বাক্য বলা বা তা সমর্থন করা উভয়টি কুফরী, কেননা আল্লাহ পাকের কারো প্রয়োজন নেই, তিনি কারো মুখাপেক্ষী নন, আমরা তাঁর মুখাপেক্ষী। যেমনটি আল্লাহ পাক ইরশাদ করেন: وَاللّٰهُ الْغَنِیُّ وَاَنْتُمُ الْفُقَرَآءُ **কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ:** "আর আল্লাহ অভাবমুক্ত আর তোমরা মুখাপেক্ষী।" **(পারা: ২৬, সূরা মুহাম্মদ, আয়াত: ৩৮)**

সুতরাং আমরা সকলে তাঁরই মুখাপেক্ষী, অতএব যদি কেউ আল্লাহ পাককে মুখাপেক্ষী বলে, তবে সে কাফির হয়ে গেলো।

কুফরী বাক্য বলাতে বিবাহ ও ঈমান নষ্ট হয়ে যায়

যে ব্যক্তি এরূপ কুফরী বাক্য বললো, তবে তার ঈমান ও বিবাহ উভয়টি নষ্ট হয়ে গেলো বরং যারা বুঝার পরও হ্যাঁ বলে সমর্থন করলো, যদিওবা মুখ দিয়ে না বলে শুধুমাত্র মাথা নাড়ালো আর এই কথাকে সঠিক

www.dawateislami.net

মনে করলো, সবাই ইসলাম থেকে বের হয়ে গেলো, তাদেরও নতুনভাবে তাওবা করে কলেমা পড়তে হবে, যদি বিবাহিত থাকে তবে বিবাহও নবায়ন করতে হবে, হজ্ব করে থাকলে তবে তাও নষ্ট হয়ে গেলো, সুতরাং সামর্থ থাকার ভিত্তিতে দ্বিতীয়বার হজ্ব করতে হবে। অবশিষ্ট সমস্ত নেকীসমূহও কুফরীর কারণে নষ্ট হয়ে গেলো, যদি ইসলামে থাকা অবস্থায় কাযা নামায অবশিষ্ট থাকে তবে তা ঈমান গ্রহনের পর আদায় করতে হবে। **(মলফুযাতে আমীরে আহলে সুন্নাত, ১/৩৬৩)**

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

www.dawateislami.net

আগামী সপ্তাহের পুস্তিকা

মাকতাবাতুল মদীনার বিভিন্ন শাখা

হেড অফিস : ১৮২ আন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম। মোবাইল: ০১৭১৪১১২৭২৬
ফয়যানে মদীনা জামে মসজিদ, জনপথ মোড়, সায়েদাবাদ, ঢাকা। মোবাইল: ০১৯২০০৭৮৫১৭
আল-ফাতাহ্ শপিং সেন্টার, ২য় তলা, ১৮২ আন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম। মোবাইল ও বিকাশ নং: ০১৮৪৫৪০৩৫৮৯
কাশারীপট্টি, মাজার রোড, চকবাজার, কুমিল্লা। মোবাইল: ০১৭৯৪৭৮১৩২৬
পুরাতন বাবুপাড়া ফয়যানে শাহজালাল মসজিদ নিয়ামতপুর, সৈয়দপুর, নীলফামারী। মোবাইল: ০১৮৭৬৮৪৫০৩৪
E-mail: bdmaktabatulmadina26@gmail.com, banglatranslation@dawateislami.net, Web: www.dawateislami.net